আজকের কাগজ

তারিখ 23 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

৭০

৪৩

শিক্ষা অঙ্গনে সন্ত্রাস ও শিক্ষকদের করণীয় শীর্ষক সেমিনার

সন্ত্রাস দমনে সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষকরা যে দলমতেরই সমর্থক হোন না কেন দলীয় স্বার্থে সন্ত্রাসকে তারা যেনো প্রশ্রয় ও মদদ না দেন। শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করতে হবে–তবেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জগতে কাঙ্খিত গুণগত পরিবর্তন আসবে।

গতকাল বিকেলে ভিকারুননেসা নূন স্কুল ও কলেজ–এ বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ঢাকা নগর কমিটির উদ্যোগে "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও শিক্ষকদের করণীয়" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ম. আখতারুজ্জামান, অধ্যক্ষা হামিদা আলী, অধ্যক্ষা জাহানারা হক, অধ্যক্ষ তাহজজাদ হোসেন, প্রফেসর রঙ্গলাল সেন, সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক গৌরী প্রসন্ন চক্রবর্তী, সভাপতিত্ব করেন বাকবিশিস ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী।

মূল প্রবন্ধের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্যে আমাদের সর্তক থাকতে হবে এবং তার প্রতিরোধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে। সন্ত্রাস দমনে সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক গৌরী প্রসন্ন চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষক দলীয় রাজনীতি করতে পারেন, কিন্তু জাতীয় সংসদের স্পীকারের মতোই দলমত, শ্রেণী বর্ণ নির্বিশেষে সব ছাত্রই তার কাছে হবে সমান। তার স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদের প্রকাশ একমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে কোনোভাবেই শ্রেণী কক্ষে বা পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ে তার প্রভাব পড়বে না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের থাকবে না দোদুল্যমানতা, আপোষকামিতা কিংবা তোষামোদ প্রিয়তা।

আলোচক অধ্যক্ষা জাহানারা হক বলেন, সন্ত্রাসীদের ধরেও ছেড়ে দেয়া হবে এটা গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা নয়। অধ্যক্ষা হামিদা আলী বলেন, সন্ত্রাস দমনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। প্রফেসর রঙ্গলাল সেন বলেন, সন্ত্রাসের জন্যে আমাদের ৭ বার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পেছাতে হয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের আতঙ্কে থাকতে হয়। তিনি বলেন, শিক্ষার জন্যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন অপরিহার্য।